শ্রী শম্ভুচাঁদ গোস্বামী

বৃহৎ

ভোগ ও আরতি মালা



অক্ষয় লাইব্রেরী
কলিকাতা-৬

বৃহৎ

ভোগ ও আরতিমালা

(ভোগ-পদ্ধতি সহ)

বৈষ্ণব-কবি ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা
পণ্ডিত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
কাব্যবিনোদ সংগৃহীত ও সম্পাদিত।



অক্ষয় লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৬
* * *
৭৯।১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রকঃ
ইউনিয়ন প্রেস
৫ই, রামকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

মূল্য :—৷ ১৫.০০ টাকা।

বৃহৎ
ভোগমালা ও পদ্ধতি

কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥
গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরু দেবো মহেশ্বর।
গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বন্দনা

জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
জয় জয় নিত্যানন্দদ্বৈত গৌরাঙ্গ।)
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গোর-ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ।
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে :সন শিবানন্দ।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
কৃপা করি সবে মিলি দেহ গৌর-চরণারবৃন্দ।

প্রথম অধ্যায়

"বৃহৎ ভোগমালা পদ্ধতি" পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের অমূল্য সম্পদ

যে ভক্ত ভোগমালা উত্তমরূপে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিয়াছেন তিনিই ধন্য। এই অমূল্য সম্পদ যে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব কণ্ঠে ধারণ করিয়া তীর্থবাসী হন, তিনি মায়া মোহ বিরহিত মহাপুরুষ। তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের দাসানুদাস বৈষ্ণব-চূড়ামণি।

কলিযুগের অমূল্য সম্পদ শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি একবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ আর বার॥
হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কলিযুগে শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞই মহাযজ্ঞ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জয় নিত্যানন্দ।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধেগোবিন্দ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম ও অনন্ত মহিমা! সাধারণতঃ উক্ত নামগুলিতে বত্রিশ প্রহর, চব্বিশ প্রহর, ষোল প্রহর ও অষ্টম প্রহরই প্রভুর অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ভক্তমণ্ডলী এক বা বহুবর্ষ শ্রীনামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ভক্ত বৈষ্ণব, শ্রীহরিনাম যজ্ঞে ব্রতী হইবেন, তিনি যেন সদ্‌বংশ জাত, প্রভু বংশ সম্ভূত বা কৃষ্ণমন্ত্র সেবী, বিশুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ হন। উঁহাদের দ্বারাই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অধিবাস, অর্চ্চনা ও ভোগরাগাদি শাস্ত্র-সম্মত। কারণ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবৈষ্ণবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন।

১। প্রথমতঃ শুভ অধিবাসের দিন বা তৎপূর্ব্ব দিনে স্থানীয় বা দূরবর্ত্তী স্থানের কীর্ত্তনীয়াগণকে ও বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞে আবাহন করিবেন।

২। পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যা-আরতি সম্পাদনের পর শুভ অধিবাস করা প্রয়োজন। তৎপরে নামযজ্ঞ পূর্ণ হইলে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

৩। অধিবাস—অর্থাৎ গন্ধযুক্ত পুষ্পমালা দিয়া উপাস্য দেবতাকে বিভূষিত ও তদুপলক্ষে গীতি প্রচার। এই নাম যজ্ঞের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ ইত্যাদির সপ্ত মূর্ত্তি স্থাপন, যথাবিধি পূজাকরণ করিবে।

৪। যেই পবিত্র স্থানে শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে সেই স্থানে পঞ্চহস্ত পরিমিত একটি বেদী প্রস্তুত করিবেন। বেদীটি এক হস্ত উচ্চ হইবে, চারিদিক সমান ও চারি কোণা যেন হয়। উক্ত চারিটি কোণায় চারিটি বাঁশ ও চারিটি কদলী চারা প্রোথিত করিয়া

চারিটি জলপূর্ণ মঙ্গলঘট রাখিয়া তাহার উপরে আম্রশাখা ও সশীষ ডাব বসাইবেন। চারিটি বাঁশে পত্র ও ফুল দিয়া তোরণ বন্ধন হইবে। উপরে একটি আচ্ছাদন দিবেন।

৫। অতঃপর সপ্ততত্ত্বের চিত্রপট বা বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বাদি-ক্রমে স্থাপনান্তর সপ্ততত্ত্বকে ধুতি চাদর দেওয়াই বিধি। অসমর্থের পক্ষে জোড় দেওয়ার পদ্ধতি আছে।

৬। সপ্ততত্ত্বের বাম ভাগে শ্রীবৃন্দাদেবী সংযুক্তাটব এবং নূতন বস্ত্র দিয়া স্থাপন করিবেন।

৭। বেদী মণ্ডপের উপরিভাগে যেইস্থানে সপ্ততত্ত্বের পূজা হইবে সেইস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও নারায়ণের জন্য বিশুদ্ধ আসন অথবা বিশুদ্ধ নূতন বস্ত্র পৃথক করিয়া ও পঞ্চতত্ত্বের নিমিত্ত পাঁচখানি আসন পাতিয়া দিবেন। ঐ আসনে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। প্রতিটি আসনের উপরে গোটা পান, সুপারি, পাকারম্ভা ও পৈতা একটি হিসবে দিবেন। অতঃপর সাধ্যমত দক্ষিণা দিবেন। পূজার জন্য বেদীস্থলে পুষ্পমাল্য, তুলসী, চন্দন, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি রাখিবেন। অধিবাসের সময় বেদীর সম্মুখে একটি সরাসহ মাটির হাঁড়ির ভিতর তৈলপূর্ণ যজ্ঞপ্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবেন। উক্ত দীপ যজ্ঞ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে নির্ব্বাপিত না হয় সেইদিকে সতর্ক থাকিবেন।

৮। মৃদঙ্গ বা খোলমঙ্গল।

পূজারী, আসনের উপর মৃদঙ্গ, করতাল, তুরী ও শিঙ্গাদিকে পুষ্পমাল্য, চন্দন ও গন্ধাদি দ্বারা সজ্জিত করিবেন।

৯। কুম্ভে শ্রীভগবদ্ পূজা।

যব একমুষ্টি অথবা একমুষ্টি ধান্যের উপর ঘট বসাইয়া চন্দন অগুরু ও কর্পূরসিক্ত জলে উক্ত ঘট পূর্ণ করিবেন। অতঃপর ঘটের উপর সপ্তপত্রযুক্ত একটি আম্রশাখা দিয়া তদুপরি সশীষ ডাব স্থাপন করিবেন। কুম্ভটির গাত্রে সিন্দুরের সহিত ঘৃত দিয়া দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কন করিবেন। এইবার উক্ত কুম্ভটি মাল্য ও চন্দনাদি দিয়া সাজাইয়া শুক্লাম্বরদ্বয়ে ঢাকিয়া রাখিবেন।

যে দেবতার উপাসনা করিবেন তাঁহার ঘটস্থাপন উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় করিয়া প্রথমতঃ সেই ঘটের উপরে যে দেবতার উপাসনা হইবে তাঁহার প্রথমে অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক, স্নানবস্ত্র দিয়া পূজা হইবে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ভিন্ন যদি অন্য দেবতা হন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি অর্পণ বিধি।

পূজক নিজের আহ্নিক কালীন শ্রীগুরুর পূজা করিবেন। সপ্তত্বের ভোগের পর প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়।

১০। কুম্ভে যথাবিধি মূলমন্ত্র প্রয়োগে শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া করদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক সেই পুষ্পাঞ্জলিতে প্রবহমান নাসাপুট দ্বারা হৃদয় মধ্যস্থ কৃষ্ণরূপী তেজ হস্তস্থিত পুষ্পে আনিয়া উক্ত তেজ কুম্ভে স্থাপন করিবেন। পরে পদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা সমাধা করিবেন।

১১। ভোগের পর আরত্রিক করিয়া যে নাম পরদিবস "গীত" হইবে সেই নাম দ্বারা সপ্তবার পরিক্রমা করিবেন।

১২। পরদিন সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে মঙ্গলারতির পর হইতে শ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পরদিবস মঙ্গলারতির পর পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন

জয়রে জয়রে! গোরা, শ্রীশচীনন্দন' মঙ্গল নটন সুঠাম। (শুভ অধিবাস) সংকীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে মুকুন্দ বসু গুণবান রে॥ দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ বাজত, (বাজে) মধুর মন্দিরা রসাল রে॥ শৃঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল, মিলল পদতলে তালে রে॥ (তখন) কো দেই গোরা-অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতী মাল রে॥ পিরীত ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর ভোর রে॥ কোই কহত গোরা, জানকী-বল্লভ? রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে। (ঠাকুর) নয়নানন্দের মনে, আন নাহি জানে, আমার গদাধরের প্রাণ রে॥ (মাতন)

একদিন পহুঁ আসি, অদ্বৈত মন্দিরে বসি, বলিলেন শচীর কুমার রে। নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে, মহোৎসবের করিলা বিচার রে॥ (তাই) শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতা ঠাকুরাণী হাসি, কহিলেন মধুর বচন রে। তা শুনি আনন্দমনে, মহোৎসবের বিধানে, কহে কিছু শচীর নন্দন রে॥ শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়ে হেথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে। যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক পৃথক জনে জনে॥ এত বলি গোরারায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়, বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ। খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন॥ আরোপণ করি কলা তাহে বান্ধ ফুলমালা কীর্ত্তনমণ্ডলী কুতূহলে। সুমাল্য, চন্দন গুয়া,

ঘৃত, মধু, দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ শুনিয়া প্রভুর কথা, শ্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহার গন্ধ-বাসে। সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে ॥

নানাদ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ, কৃপা করি কর আগমন। ওহে বৈষ্ণব, গোঁসাই, ঠাকুরের ঠাকুর, বৈষ্ণব গোঁসাই, তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন (ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই) দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥ করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগন, কীর্ত্তনের করি অধিবাস। অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে অল্পভাগ্যে হয় না, ঠাকুর বৈষ্ণবের আগমন, গৃহে নাম সংকীর্ত্তন, ঐ (মাতন) কালি হবে মহোৎসব বিলাস। শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন, পূরিবে সবার অভিলাষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ, গুণ গায়, বৃন্দাবন দাস ॥

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণ ঘট স্থাপন, আম্রপল্লব সারি সারি। দ্বিজ বেদধ্বনি করে, নারীগণ জয়কারে, আর সবে বলে হরি হরি ॥ দধি, ঘৃত, মঙ্গল, করি সবে উতরোল, কর়য়ে আনন্দ পরকাশ। আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন, কীর্ত্তন-মঙ্গল-অধিবাস ॥ সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন, কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ রাম, গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ, গৌরাঙ্গের আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা, করে খোল মঙ্গলের সাজ। আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব, মহোৎসবের করে অধিবাস ॥ আপনে নিতাই-ধন, লই মালাচন্দন,

করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥ গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তাতা, থৈয়া থৈয়া, করতলে অদ্বৈত চপল। হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥ চৌদিকে বৈষ্ণব-গণ, হরি বলে ঘনে ঘন, কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব। আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি, বংশী বলে দেহ তায় জয় রব ॥

নগর ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহে আগমন।

নগর ভ্রমণ করি গৌর এলো ঘরে।
গৌর এলো ঘরে আমার নিতাই এলো ঘরে ॥
সংকীর্ত্তন কৈল প্রভু নগরে নগরে।
ধেএে গিয়া শচীমাতা গৌর কোলে করে ॥
নেতের অঞ্চল দিয়া অঙ্গ ধুলি ঝাড়ে।
কত কত চুম্ব দিলা মুখ বিধুবরে ॥
নানাবিধ সেবা করি শ্রান্তি দূর করে।
মুখ-পদ পাখ্যালিলা সুশীতল নীরে ॥
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে।
শচীমাতা আনি দিল ক্ষীর ননী সরে ॥
নরহরি যতন করি খাওয়ায় গোরারে।
মায়ের প্রীতিতে তখন গোরা ভোজন করে ॥
অবশেষে বাঁটি দিল সব পরিকরে।
অবশেষে পেয়ে সবে নাচে প্রেমভরে ॥

দধির পসরা ভঞ্জন

আচ্ছাদিত দধিভাণ্ড মস্তকে করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত পদগান সমাধা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তকে রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ইত্যবসরে অন্য আর একটি ভাণ্ডে আম্রপল্লব যুক্ত করিয়া হরিদ্রা-মিশ্রিত জল অন্য এক ব্যক্তি মাথায় ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। গান সমাপ্ত হইলে উক্ত জল প্রত্যেকের গাত্রে ছিটাইবেন, অতঃপর যথারীতি দধিভাণ্ড কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে ভগ্ন করিবেন।

সংকীর্ত্তন সমাপন করি গোরারায়।
আনাইল দধিভাণ্ড নিজ সম্প্রদায়॥
চৌষট্টি মহান্ত আর যত ভক্তগণ।
আপনি দিলেন প্রভু মাল্য-চন্দন॥
হেমপাত্রে প্রভু চন্দন লইয়া।
শ্রীরঘুনন্দন ভালে দিলেন লেপিয়া॥
দধিভাণ্ড হাতে লয়ে শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা দিল দধিভাণ্ড করহ ভঞ্জন॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
কীর্ত্তনমণ্ডলে ভাণ্ড করিয়া ভঞ্জন॥
সবে গড়া গড়ি যায় তাহার উপরে।
শ্রীরঘুনন্দন গায় হরিষ অন্তরে॥

শ্রীনাম পূর্ণ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।
ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাই॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন করে নরোত্তন দাস॥

জয়ধ্বনি

প্রেম সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু শ্রীনিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কি জয়। প্রেমদাতা পরম দয়াল পতিত পাবন শ্রীনিতাইচাঁদ কি জয়। করুণাসিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র কি জয়। রাধারাসবিহারী কি জয়। অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কি জয়। নবদ্বীপধাম কি জয়। খোল করতাল কি জয়। নাম সংকীর্ত্তন কি জয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কি জয়। চারি ধাম কি জয়। চারি সম্প্রদায় কি জয়। হরিনাম সংকীর্ত্তন কি জয়। নীলাচল ধাম কি জয়। জগন্নাথ দেব কি জয়। সুভদ্রা মায়ি কি জয়। যমুনা মায়ি কি জয়। শ্রীরাধাকুণ্ড কি জয়। ললিতা কুণ্ড কি জয়। বৃন্দাবনবাসী কি জয়। আপন আপন গুরু গোঁসাঞি কি জয় !!! ইত্যাদি—

———

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মালসা-ভোগের ফর্দ্দ

পাঁচ প্রভুর মালসা ....৫টি }
গুরুদেবের মালসা........ ....১টি } মোট ৬টি

নূতন বস্ত্রে পাঁচ প্রভুর আসন .... ৫টি

"গুরুদেবের আসন .... ১টি

প্রতিটি আসনে পান ১টি, সুপারী ১টি, কাঁঠালি রম্ভা ১টি, পৈতা ১টি, পয়সা ১টি, ফুলের মালা ১ ছড়া ও তুলসী

পাঁচ প্রভুর ধুতি .... ৫ খানি

" উড়ানি .... ৫ খানি

শ্রীগুরুদেবের ধুতি ..... ১ খানি

" উড়ানি .... ১ খানি

সাজ পান .... ৬টা

জলপূর্ণ পাত্র .... ৬টা খড়ের বিড়া .... ১টা

খড়িকা .... ৬টা মালসা .... ১টা

আতপ চিড়া অভাবে খই ৫০০, উখড়া বা মুড়কী ২৫০, দধি বা দুগ্ধ ৫০০, চিনি বা ইক্ষুগুড় ২৫০, টুকরা ফল-মূল সকল রকমের ২৫০, বিশুদ্ধ সন্দেশ বা ক্ষীরের সন্দেশ ২টা বা ৪টি, এলাইচ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, সৈন্ধব লবণ, চন্দন, ধূপ, দীপ, পঞ্চ প্রদীপ, পাণিশঙ্খ, আরতি, চামর ব্যজন, বৈষ্ণব পূজা, দক্ষিণা।

উল্লিখিত ফর্দ্দ অনুযায়ী দ্রব্যসকল কেবলমাত্র ১টি মালসা ভোগের জন্য লিখিত হইল। যিনি যতগুলি মালসার মানসিক করিয়াছেন তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

সপ্ততত্ত্ব ও পারিষদবর্গের ভোগ প্রণালী

১০৮ মালসা (ভোগ) নিম্নোক্ত অঙ্কানুযায়ী নাম লিখিয়া সপ্ততত্ত্বের দক্ষিণ ও বামক্রমে সাজাইবেন।

সপ্ততত্ত্ব

২৫১	২৫২	১	২	৩	৪	৫

দক্ষিণ দিক

২৫০	১৫০
২০৯	১৫৬
২৪৮	১৫৮
২৪৭	১৬১
২৩৯	১৭৬
২২৫	১৮১
২২২	১৯২
২১৯	২০০
২১৮	২০১
২১৫	২০৬
২১৩	২১১

২১২

৭০ অঙ্ক হইতে ১৩৩ অঙ্ক পর্যন্ত

৬
৭
২১
৩০
৫৪
৫৫
৬১
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮

বাম দিক

সম্মুখে প্রকৃতি ও মূর্ত্তি

১৪২	১৪০	১৩৫

দরজা

সপ্ততত্ত্ব ও চৌষট্টি মহান্তের ভোগ প্রণালী

৭১ মালসা (ভোগ) নিম্নোক্ত অঙ্কানুযায়ী নাম লিখিয়া সপ্ততত্ত্বের দক্ষিণ ও বামক্রমে সাজাইবেন।

সপ্ততত্ত্ব

২৫১	২৫২	১	২	৩	৪	৫

দক্ষিণ দিক

১১৮ অঙ্ক হইতে ১৩৩ অঙ্ক পর্য্যন্ত

১০২ অঙ্ক হইতে ১১৭ অঙ্ক পর্য্যন্ত

বাম দিক

৮৬ অঙ্ক হইতে ১০১ অঙ্ক পর্য্যন্ত

৭০ অঙ্ক হইতে ৮৫ অঙ্ক পর্য্যন্ত

দরজা

সপ্ততত্ত্ব ও দ্বাদশ গোপালের ভোগ প্রণালী

২০ মালসা (ভোগ) নিম্নোক্ত অঙ্কানুযায়ী নাম লিখিয়া সপ্ততত্ত্বের দক্ষিণ দিকে সাজাইবেন।

সপ্ততত্ত্ব

২৫১	২৫২	১	২	৩	৪	৫

১৫৬

গড়াগড়ি দিবার স্থান

দ্বাদশ গোপাল।

২৩১	২২০
২৩০	২২১
২২৯	২২২
২২৮	২২৩
২২৭	২২৪
২২৬	২২৫

দরজা

বাম দিক

অশ্বত্থ বা কদলী পত্রে উল্লিখিত অঙ্কের নামগুলি লিখিয়া প্রতিটি আসনের উপরে দিবেন ও প্রতিটি আসনের দক্ষিণদিকে গোটা পান ১টি, সুপারী ১টি, পৈতা ১টি ও ৫ পয়সা দক্ষিণাসহ রাখিবেন।

ভোগের শেষে উক্ত নাম লেখা পত্র লইয়া তাহার উপর সামর্থ্য অনুযায়ী দক্ষিণা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিবেন। পাটবাড়ীর দ্বাদশ গোপালের দর্শনে যে ফল হয় তাহাই লাভ করিবেন।

সপ্ততত্ত্ব সহ পারিষদগণের ভোগ পদ্ধতি

সপ্ততত্ত্ব ও পারিষদগণের সেবার নিমিত্ত বিশুদ্ধভাবে ভোগের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। বাম ও দক্ষিণভেদে মালসা স্থাপন করিয়া সকলের বসিবার জন্য নতুন ধৌত বস্ত্র বিছাইয়া লইবেন। বস্ত্রটির এক হস্ত পরিমিত এক একটি ভাঁজ দিতে হইবে, যেন প্রত্যেককে আলাদা ভাবে এক একটি আসন দেওয়া হইল। বসিবার জন্য অন্য কোন উত্তম আসন দিলেই ভাল হয়, অভাবে উল্লিখিত বস্ত্রাসন দিবেন। প্রতিটী আসনের সম্মানের বা অভ্যর্থনার জন্য সাধ্য অনুযায়ী এক বা দুই আনা, গোটাপান ও সুপারি একটি করিয়া দিবেন। সপ্ততত্ত্ব, গুরুবর্গ ও যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহাদের একটি হিসাবে উপবীত (পৈতা) দিতে হয়।

পূর্ব্বে মাটির ঘণ্টার মত বা বর্ত্তুল প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। তিন পোয়া মাপে বাঁশ বা শরকাঠির মাথা চিরিয়া ৮ অঙ্গুলি পরিমিত তালপাতার টুকরার অর্দ্ধকাংশে নির্দ্দিষ্ট নাম আলতার দ্বারা লিখিয়া পাতাটি মুড়িয়া কাঠির মাথায় বসাইবেন। এমন করিয়া বসাইবেন যেন উভয় দিকেই সমভাবে থাকে, পাতার একদিকে নাম ও অন্যদিকে খালি থাকিবে তাহাতে ফুলের মালা অর্পণ করিবেন। ঐ পত্রসহ কাঠি মাটির ঘণ্টা বা বর্ত্তুলের উপর প্রোথিত করিয়া প্রতিটি আসনের পার্শ্বে ঐ ঘণ্টা বা বর্ত্তুল বসাইয়া দিবেন। প্রতিটি আসনের সম্মুখে মালসা বসাইবার জন্য এক একটা বিঁড়া রাখিবেন। অনন্তর সকলের পা ধুইবার জন্য বিশুদ্ধ জল পাত্রে রাখিয়া মনে মনে চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহাদের পদ ধৌত করিবেন।

ভোগের জন্য মিহি আতপ চাউলের চিঁড়া, উখড়া বা মুড়কী, দধি, দুগ্ধ, গুড় বা চিনি, সুপক্ক কাঁঠালি কলা ও অন্যান্য ফলমূলাদি, মালপোয়া, লুচি, সন্দেশ ও কর্পূর মিশ্রিত গরম মসলার গুঁড়া দিয়া মালসা সাজাইয়া উল্লিখিত চিঁড়ার উপর বসাইবেন। কর্পূর মিশ্রিত জলপাত্র, সামান্য ফল উপকরণাদিযুক্ত পরিমিত খুরি ১টা, পাঁচকলাই ভিজান একটী খুরি, ক্ষীরের জন্য খুরি একটী, একটী ডাব, বিশুদ্ধ চূণে সাজা পান বা চুণ, শূন্য মসলাযোগে একটি খিলিপান, দন্ত শোধন খড়িকা একটি, প্রতিটি মালসার নিকটে রাখিবেন। ঘৃত বা তৈল সহযোগে উচ্চাসনে প্রদীপ থাকিবে। তৈল প্রদীপ হইলে বাম দিকে, ঘৃতযুক্ত হইলে দক্ষিণ ভাগে দিবেন। প্রতিটি যূথে আচমন দিবার জন্য ডাবর বা ছোট সরা একটি দিবেন। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া অতি নম্রভাবে সকলকে সম্বর্দ্ধনা সহকারে মনে মনে তাঁহাদের পদযুগল ধৌত করতঃ মুছাইয়া স্ব স্ব আসনে বসিবার জন্য প্রর্থনা করিবেন।

অতঃপর দেবতাবৃন্দকে দশোপচারে পূজা করিয়া চন্দন পুষ্প তুলসী চরণে অর্পণ করিয়া পরে প্রতিটি আসনে লিখিত সাধারণকে তাঁহার নামোল্লেখে চতুর্থান্ত করিয়া চন্দন পুষ্প দ্বারা পুনরায় পূজা করিবেন। অতঃপর যাবতীয় সংগৃহীত দ্রব্যযুক্ত মালসা ও অন্যান্য পাত্রাদিতে তুলসী অর্পণ করিয়া নিবেদন করিবেন।

ধূপন আরতির পর নিবেদন বিধি।

প্রথমতঃ—ভোগের তিনটি মালসা লক্ষ্মীপতি নারায়ণ দেবকে "শ্রীং হ্রীং লক্ষ্মীপতি নারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে অর্পন করিবেন। আচমনের

পর প্রসাদী মালসা লক্ষ্মীদেবীকে "শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং মহালক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। প্রসাদী মালসা "ওঁ জগন্নাথ মিশ্রদেবায় নমঃ" মন্ত্রে মিশ্র মহাশয়কে অর্পণ করিবেন। অতঃপর (অষ্টটি) প্রসাদী মালসা "ওঁ শচীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে শচীমাতাকে অর্পণ করিবেন। ইহারা নারায়ণের প্রসাদ পাইবেন।

দ্বিতীয়তঃ—তিনটি মালসা "ক্লীং নীং নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে নিত্যানন্দ প্রভুকে অর্পণ করিবেন। আচমনের পরে তৎপত্নীদ্বয়কে ২টি প্রসাদী মালসা "শ্রীং বসুধা দেব্যৈ নমঃ, "শ্রীং জাহ্নবী দেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে অর্পণ করিবেন। আর একটি প্রসাদী মালসা "নিত্যানন্দ পারিষদগণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পারিষদগণকে অর্পণ করিবেন।

তৃতীয়তঃ—৫টি মালসা কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে "ক্লীং গৌং ক্লীং কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। আচমনের পর দুইটি প্রসাদী মালসা তৎপত্নীদ্বয়কে "শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ" ও "শ্রীং বিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। দুইটি প্রসাদী মালসা "হ্রীঁ গ্লৌং গদাধরচন্দ্রায় নমঃ" "শ্রীঁ শ্রীবাসায় নমঃ" মন্ত্রে গদাধর ও শ্রীবাসকে অর্পণ করিবেন। অবশিষ্ট একটি মালসা "পর ভক্তোগণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে ভক্তগণকে অর্পণ করিবেন।

তৎপরে দুইটি মালসা "ক্লীং আঁং মহাবিষ্ণবে অদ্বৈতায় নমঃ" মন্ত্রে অদ্বৈত প্রভুকে অর্পণ করিবেন। আচমনের পর একটি মালসা তৎপত্নী সীতাঠাকুরাণীকে "শ্রীং সীতাদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। আর একটি প্রসাদী মালসা "দাস দাসীগণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে দাস-দাসীগণকে অর্পণ করিবেন।

তাহার পর ১টি মালসা আর বাকী যাবতীয় মালসাগুলি মূল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। আচমন পরেঃ "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং রাধিকায়ৈ নমঃ" "মন্ত্রে একটি প্রসাদী মালসা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীকে অর্পণ করিবেন। পরে যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত প্রসাদী মালসা ২৩টি গুরুবর্গকে, পারিষদবর্গ ও প্রকৃতিবর্গকে অর্পণ করিবেন।

উপরোক্ত পাঁচ দফা ভোগ ধূপন মন্ত্রাদি ১৩ দফার পর ভোগার্পণ বিধিমতে অর্পণ করিবেন।

সপ্তভক্তের বাম দিকে কৃষ্ণের প্রসাদী ভোগ এই মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। যথা—পুরবর্গেভ্যো নমঃ। ভারতীবর্গেভ্যো নমঃ। উপমহান্ত গণেভ্যো নমঃ। চৌষট্টি মহান্ত গণেভ্যো নমঃ। প্রকৃতি-বর্গেভ্যো নমঃ।

সপ্তভক্তের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণের প্রসাদী ভোগ শেষে এই মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। যথা—পিতৃবর্গেভ্যো নমঃ। চক্রবর্ত্তী গণেভ্যা নমঃ। কবিরাজ গণেভ্যো নমঃ। দ্বাদশ গোপাল গণেভ্যো নমঃ। পুত্র গণেভ্যো নমঃ। গোস্বামী গণেভ্যো নমঃ। প্রধান মহান্ত গণেভ্যা নমঃ। নবনিধিগণেভ্যো নমঃ। নবযোগেন্দ্র গণেভ্যো নমঃ। ভক্তগণেভ্যো নমঃ। জ্ঞানীভক্ত গণেভ্যো নমঃ।

আচমনের জন্য মাটির বা পিতলের পাত্র আবশ্যক।

মধ্যাহ্নে ভোজন আরতি কীর্ত্তন

ভজ জগতোদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নীলাচলবিহারী।
জগজন রঞ্জন হিতকারী॥ ধ্রু॥

সকল ভকত মিলি নিমন্ত্রণ দিলা।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু তথায় আসিলা॥
সঙ্গে সব পারিষদ মধ্যে গৌর হরি।
সুবর্ণ আসনে বসেন গোরামুখ হেরি॥
অর্ঘ্য পাদ্য আচমনে সন্তুষ্ট হইলা।
ভোগের আয়োজন হেরি আনন্দ বাড়িলা॥
দধি কলা ঘৃত ছানা চিড়া চিনি ফেণী।
নূতন মৃত্তিকা পাত্রে দুধ সর ননী॥
লুচি পুরি বহুবিধ মিষ্টান্ন উখড়া।
সারি সারি সাজাইল পাত্রে দধিবড়া॥
গিরিপুরী ভারতী আদি দ্বাদশ গোপাল।
মধ্য আসনে বৈসে নিতাই দয়াল॥
বামেতে শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈত বাসে করি।
শ্রীমুখে আপনে প্রভু বলেন হরি হরি॥
তুলসী মঞ্জরী দিয়া কৈলা নিবেদন।
পারিষদগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি ভেদিল গগন।
পুষ্পমালা আনি ভক্ত করেন অর্পণ॥
পঞ্চদীপ জ্বালি কেহ আরতি বাড়ায়।
ভোজনের অবশেষ কহনে না যায়॥
উলু উলু ধ্বনি করে যত নারীগণ।
ভোজন সমাধি প্রভু কৈল আচমন॥
হিরণ্য খড়িকা দিয়া শ্রীদন্ত শোধন।
সুগন্ধ বটিকা করে কৈল সমর্পণ॥

পুষ্পের রচিত গৃহে প্রভুর গমন।
তথা সুনির্জ্জনে প্রভু করিলা শয়ন॥
পুষ্প বরিষণ করে যত ভক্তগণ।
এ বৈষ্ণব দাস করে চামর ব্যজন॥

আচমন করিয়া দীপ-আরতি ও শঙ্খ আরতির শেষে ভক্ত ও গৃহস্বামীর ভোগ সন্দর্শনের সময় সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণা প্রদান করিবেন।

শুদ্ধাচারী ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব দ্বারা সপরিকর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উক্ত নিয়মিত ভোগ দিয়া ব্রাহ্মণ ও সদ্‌বৈষ্ণবগণকে সদক্ষিণা ভোজন করাইয়া অবশেষে ভোজনীয় পাত্র হইতে মালিক কিঞ্চিৎ অধরামৃত গ্রহণ করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন। কারণ বৈষ্ণব অধরামৃত কৃষ্ণপ্রাপ্তির সোপান।

মহাপ্রসাদ ভোজন।

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
হরে হরে কলি ঘোর মোচন আনন্দ কন্দ॥
গোকুল সখা সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো পহু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে॥
সুরধুনী তীরে বিহরে দুনো ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিলেন জগাই মাধাই॥
রাবণ মারি সীতামায়ি উদ্ধারি।
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করি॥
শিব সনকাদি যাকো ভেদ না পাওয়ে।
সো পহুঁ ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে॥

ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি ।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোঁসাই যাঁও বলিহরি ॥

জয় চারিধাম কি জয় ! জয় যমুনা মায়িকি জয় !
জয় বৃন্দাবন ধাম কি জয় ! জয় চারি সম্প্রদায়কি জয় !

রাম কহে সুখ ভজে কৃষ্ণ কহে দুঃখ যায় ।
মহিমা মহাপ্রসাদ পাও সাধু প্রেমসে ॥

প্রেমসে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত
শ্রীরাধারাণী কি জয় ! মহাপ্রসাদ কি জয় ! দাতা ভোক্তা কি জয় !
ধ্বনি করতঃ প্রণামান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন ।

মহান্ত বিদায় ।

মহামহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ ।
দধিমঙ্গল আনাইল শ্রীশচীনন্দন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার গলেতে ধরিয়া ।
কহিছেন মহাপ্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
গোলোকের সম্পত্তি শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ।
কেমনে করিব পূর্ণ কান্দে মোর মন ॥
চৈতন্য কহেন শুন নিত্যানন্দ ভাই ।
আপনি করুন প্রভু মহান্ত বিদায় ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গেলা শান্তিপুরে ।
চৌষট্টি মহান্ত গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥
এককালে কোথা গেল শ্রীচৈতন্য ভায় ।
আঁখি মেলি বাসুঘোষ দেখিতে না পায় ॥

চতুর্থ অধ্যায়

পূজা প্রকরণ

আবাহন

আগচ্ছ ভগবন দেব স্বস্থানাৎ পরমেশ্বর।

অহং পূজাং করিষ্যামি সদাত্বং সম্মুখো ভব॥

দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলগুলি সমান করিয়া চিৎ ও বিস্তারিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মধ্যমাঙ্গুলির মূলে লাগাইয়া এই মুদ্রা দেখাইবেন ও ঐ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

আসন

সিংহকারং স্বর্ণপীঠ নানারত্নোপশোভিতং।

অনন্ত ফল পর্ণস্থং মুপবিশ্যাসনং প্রভো॥

প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় দক্ষিণ হস্তস্থিত অঙ্গুলিগুলি হইবে এবং কিঞ্চিৎ হস্ততালুর দিকপানে বাঁকা হইবে। এইরূপে আসন মুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন।

অর্ঘ্য

শঙ্খঃতোয়ং সমাসীনং গন্ধপুষ্প সুবাসিতং।

অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ প্রীত্যর্থং মে সদাপ্রভো॥

দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলগুলি সমান করিয়া চিৎ ও বিস্তার করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির আগা মধ্যমাঙ্গুলির মূলে লাগাইবেন। এইরূপ উভয় হস্তেই হইবে, অতঃপর দুই হস্তই অঞ্জলিবদ্ধভাবে যেন অর্ঘ্যবস্তু কৃষ্ণ বা দেবতার মস্তকে অর্পণ করিতেছি এইরূপ ভাবিবেন। অর্ঘ্যবস্তু—চন্দন, পুষ্প, আতপ চাউল, যব, কুশাগ্র, তিল, দূর্ব্বা, তুলসীপত্র—এই

অর্ঘ্যবস্তুগুলি ঐ অঞ্জলি মধ্যে লইয়া জলসহ মস্তকে দিবেন, পরে ঘণ্টা বাদ্য ও শঙ্খজল ও নির্ম্মঞ্ছন দিবেন আর এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পাদ্য

স্নানার্থং স্বচ্ছতোয়ানি গন্ধপুষ্পযুতানি চ।
পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক ॥

দুই হস্তাঙ্গুলি চিৎ করিয়া অঙ্গুলি সকল যোগ থাকিবে। দুই হস্তের বুড়া অঙ্গুলির মাথা মধ্যমাঙ্গুলির মূলে সংশ্লিষ্ট হইবে, পরে অঞ্জলিবদ্ধভাবে সমান দুই হস্ত লম্বিত করিয়া যেন ভগবানের শ্রীচরণে জল দিতেছি এমন ভাবিয়া হস্ত বাড়াইবেন, পরে ঐ মন্ত্র বলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আচমনী দিবেন ও নির্ম্মাঞ্ছন করিবেন। এই পাদ্য ভগবানের পদযুগলে দিবেন ও অর্ঘ্য শ্রীভগবানের মস্তকোপরি অর্পিত করিবেন।

মধুপর্ক

দধি শর্ক মধুস্মৃতং মধুপর্ক মহং প্রভো।
সমর্পয়ামি দেবেশ পূজার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

অনামিকা অঙ্গুলির মাথা ও বুড়া অঙ্গুলির মাথা যোগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট ৩টা অঙ্গুলি বিস্তার করিলেই মুদ্রা হইবে, উহা ভগবানকে দেখাইবেন। মাটি বা রূপার পাত্রে দধি, চিনি, মধু, ঘৃত এই চারি বস্তু কিছু কিছু রাখিবেন, পরে ঐ মুদ্রা দেখাইয়া এই বস্তু লইয়া যেন ভগবানের দন্তে দিতেছি এমন ভাবিবেন আর এই মন্ত্র বলিতে বলিতে বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া আচমন ও নির্ম্মঞ্ছন দিবেন।

আচমন মন্ত্র

গঙ্গাতোয়ং সমসীনং সুবর্ণ কলসে ধৃতং।
আচমনঞ্চ দেবেশ প্রীত্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

তর্জ্জনীর মূলে বুড়া অঙ্গুলির মাথা সংশ্লিষ্ট করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথা নিম্নদিকে করিবেন, অনামিকা মধ্যমা তর্জ্জনী পরস্পর যোগে চিৎভাবে থাকিবে, এই আচমনী মুদ্রা দেখাইয়া বামহস্তে ঘণ্টা বাদ্য, দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ তিনবার দেখাইয়া ডাবের জল ফেলিবেন, নির্ম্মঞ্ছন বা গামছা দেখাইবেন, আচমন, অর্ঘ্য ও পাদ্য সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

স্নান

ওঁ নমো ভগবতে স্নানভূমিং চালঙ্করণায় স্বাহা॥
গঙ্গা সরস্বতী ভাগী পয়োষ্ণী নর্ম্মদার্কজা।
তজ্জলৈঃ স্নাপিতো দেব তেন শান্তিং কুরুস্ব মে॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলি বাদে তিন অঙ্গুলি মুঠা করিয়া পরে মধ্যমাঙ্গুলির মাথা বুড়াঙ্গুলির মাথায় যোগ করিবেন, কিন্তু তর্জ্জনী ও অনামিকা মুঠাই থাকিবে, এই মুদ্রা দেখাইয়া ঐ মন্ত্র বলিবেন, ঘণ্টা বাজাইবেন, শঙ্খের জল ভগবানের মাথায় ঢালিবেন। ৫।৭ বার শঙ্খজল দিবেন। যদি নারায়ণ ঐ লক্ষ্মীপতির স্থানে বা আসনে থাকেন তবে সাক্ষাৎস্নান, যদি না থাকেন তবে মৃত্তিকার পাত্রে অনুমান্ স্নান করাইবেন। স্নান-পাত্রটি যেন তামার হয়, তাহাতে মন্ত্র লিখিয়া শালগ্রাম মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে।

বস্ত্র

শীতবাতোষ্ণ সন্ত্রাণং পরলজ্জা নিবারণং।
সুবেশ ধারণং যস্মাৎ তদ্বস্ত্রং প্রতিগৃহ্যতাং॥

কনিষ্ঠা, অনামিকা, তর্জ্জনী প্রসারিত লম্বা ছড়ানো হইবে, মধ্যমাঙ্গুলির মাথা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা যোগ হইবে, ভগবানকে দেখাইয়া বস্ত্র পরিধান করিবেন। বস্ত্র উত্তম না হইলে তবে নারায়ণের জোড় তাহাই পূর্ব্বোক্ত দিবেন।

চন্দনার্পণ

মলয়াচল সম্ভূতং শীতমানন্দবর্দ্ধনং।
কাশ্মীরঘন সারাঢ্যং চন্দনং প্রতিগৃহ্যতাং ॥

তুলস্যর্পণ

তুলসী তবপাদাব্জে অর্পয়ামি জনার্দ্দন।
দিব্যচন্দনযুক্তঞ্চ মমাঘনাশনং কুরু ॥

পুষ্পার্পণ

নানাবিধানি পুষ্পাণি ঋতুকালোদ্ভবানি চ।
ময়ার্পিতানি দেবেশ গৃহাণত্বং জনার্দ্দন ॥

ধূপন মন্ত্র

বনস্পতি রসোৎপন্না গন্ধাঢ্যঃ সুমনোরমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

হরিভক্তি বিলাসে

নৈবেদ্যার্পণ প্রকরণ

প্রথমতঃ নৈবেদ্যের উপরে তুলসী দিতে হইবে। পরে উক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঘণ্টা বাজাইয়া আচমন দিবেন ও ভগবানকে পুষ্পাঞ্জলি

দিবেন। পরে দক্ষিণ হস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া "ওঁ সুদর্শনায়াস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র বলিয়া নৈবেদ্যের উপর জল সিঞ্চন করিবেন।

চক্রমুদ্রা দেখাইবেন, যথা—দক্ষিণ হস্তের ও বামহস্তের অঙ্গুলি সকল বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষিণ বাম করিয়া করতলে যোগ করিলেই মুদ্রা হইবে। উহা নৈবেদ্যের উপরে শূন্যে দক্ষিণ পাকে তিনবার ঘুরাইবেন।

দক্ষিণহস্তে জল গণ্ডূষ ধারণ করিয়া বামহস্তে (যং) এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার জপ করিয়া উক্ত গণ্ডূষের জল নৈবেদ্যের উপর সিঞ্চন করিবেন। ইহাতে নৈবেদ্য বিশুদ্ধ হয়।

দক্ষিণ করতলে (বং) অগ্নিবীজ লিখিবেন, বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরে বাম করতল দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে সমান ভাবে লাগাইবেন। আর দুই বুড়া অঙ্গুলি দুইদিকে ফাঁক থাকিবে, তাহাতে মৎস্যের আকার হইবে। ইহাই মৎস্য মুদ্রা। এই মুদ্রা নৈবেদ্যের উপরে শূন্যে তিনবার ঘুরাইবেন। ইহাতে নৈবেদ্যের শুষ্ক দোষ থাকিবে না।

অমৃতবীজ (চং) বামহস্তের করতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিয়া, দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপর করতলে রাখিয়া দুই বুড়াঙ্গুলি ফাঁক করিয়া বাম মোড়ে ঘুরাইবেন; আর মনে ভাবিবেন যেন অমৃত-ধারা নৈবেদ্যে সিঞ্চন করিতেছি।

তাহার পর দক্ষিণ হস্তে জল গণ্ডূষ লইয়া বামহস্ত চিৎ করিয়া মাটিতে লাগাইবেন, যেন নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ হয় হয় এরূপভাবে হাত রাখিয়া দক্ষিণ কর দিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তধৃত গণ্ডূষজল নৈবেদ্যে ছিটাইয়া দিবেন। অমৃত সিঞ্চনরূপ মনে করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবেন, যথা—বাম হস্তের তর্জ্জনী, দক্ষিণ হস্তের

মধ্যমাঙ্গুলি যোগ হইবে ও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে যোগ হইবে, আর বাম হস্তের অনামিকা দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার সহিত যোগ হইবে, আর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা বাম হস্তের কনিষ্ঠার সহিত যোগ হইবে। কিন্তু অঙ্গুলির মাথা সমভাবে থাকিবে। এই ধেনুমুদ্রা নৈবেদ্যের উপর শূন্যে তিনবার ঘুরাইবেন। অতঃপর একটি পুষ্পাঞ্জলি ভগবানকে দিবেন।

"ওঁ নমো ভগবতঃ শ্রীমুখতস্তেজো মহঃপ্রসরতু।" এমন ভাবনা করিবেন যেন শ্রীভগবানের বদন কমল হইতে মহাতেজ নির্গত হইয়া নৈবেদ্যের উপর পতিত হইতেছে, পরে দক্ষিণ হস্তে পুষ্প, তুলসী, জল ধারণ করিয়া বামহস্ত চিৎভাবে নৈবেদ্যের মাথায় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্রের শেষে স্বাহা শব্দ যোগে একবার উচ্চারণ করিয়া, উক্ত জল মাটিতে ফেলাইবেন, যেন নৈবেদ্যে না লাগে। অতঃপর ঘণ্টা বাজাইবেন। নৈবেদ্য পাত্র দুই হস্ত দ্বারা উঠাইয়া ভগবানের বদনের সম্মুখে লইয়া যাইবেন এবং মনে মনে চিন্তা করিবেন যেন ভগবানের বদনে দিতেছি। যে বিগ্রহকে দিবেন তাঁর মন্ত্র মনে মনে এই সময় উচ্চারণ করিবেন।

নৈবেদ্য পাত্র স্থাপন করিয়া হস্ত ধৌত করতঃ দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্র বলিবেন। যথা—"নিবেদয়ামি ভগবত পুষ্পনেদং হরির্হরে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" ঐ জল গণ্ডূষ মাটিতে ফেলুন।

বাম হস্তের সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক গোলাকার হইবে, ইহার নাম গ্রাসমুদ্রা। আর দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি মুদ্রা যথা—মধ্যমা তর্জ্জনী বুড়া অঙ্গুলির যোগে "ওঁ প্রাণায় স্বাহা"। অনামিকা কনিষ্ঠা বুড়া অঙ্গুলির যোগে

"আপনায় স্বাহা" ॥ মধ্যমা অনামিকা বুড়া অঙ্গুলি যোগে "ওঁ ব্যানায় স্বাহা"। অনামিকা মধ্যমা বুড়া অঙ্গুলি "ওঁ উদানায় স্বাহা"। সকল অঙ্গুলির মাথা একযোগে "সমানায় স্বাহা"। ইহাকে গ্রাস মুদ্রা ও প্রাণাদি মুদ্রা বলে।

অনন্তর দুই হস্ত চিৎ করিয়া অঙ্গুলিগুলি যোগ করিবেন এবং দুই বুড়া অঙ্গুলি দুই হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্বে যোগ করিবেন ও দুই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সমভাবে মিলন করিবেন এবং হস্ত দুইটি চিৎ হইবে। অর্পণ মুদ্রা নৈবেদ্যের নিকটে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—"ঠৌং নমঃ পরায় পরমাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" এই মন্ত্র পাঠান্তে নৈবেদ্যে মুদ্রা দেখাইবেন, যথা—দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলির মাথা একযোগে সমান হইবে এবং ভগবানকে দেখাইবেন, অতঃপর ঘন্টাবাদ্য করিয়া যবনিকা আচ্ছাদনান্তে বাহিরে আসিয়া, ভগবানকে নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোজনীয় সামগ্রী ভোজন করাইতেছি ইহা চিন্তা করিবেন। আর একমনে নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন।

ভোগমালা পদ্ধতি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

বৃহৎ আরতি-মালা

—·—:※:——

গুরু-স্তোত্রম্

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বর পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥
বরাভয়করং শান্তং করুণাময় বিগ্রহম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যা-লিঙ্গিত বিগ্রহম্॥
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

প্রণাম-মন্ত্র

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর॥
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা

বন্দে গুরুনীশভক্তানমীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌসন্দৌ তমোনুদৌ॥
বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরম্।
যস্য জ্ঞাতা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোবতারত্ভুবি॥

গদাধরমহং বন্দে সহ শ্রীবাসপণ্ডিতম্ ।
শ্রীচৈতন্য প্রেমপাত্রৌ ভক্তশক্ত্যবতারকৌ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্র

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
পাপোহহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরো হরিঃ ॥

শ্রীরাম-প্রণাম মন্ত্র

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রণাম

শ্রীগৌরাঙ্গমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপকম্ ।
অন্তকৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বিভুজং করুণাময়ম্ ।
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্ ॥
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥
যস্যৈব পদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥
ভোগমালেয়ং খ্যাতাবৈ ভক্তানাং জীবনং স্মৃতং।
যে কণ্ঠে বিধৃতামালা তে তু বৈষ্ণব সংজ্ঞিতা॥
ধৃত্বা কণ্ঠে চেয়ংমালা হ্যাচর্য্য শুদ্ধ ধর্ম্ম কং।
চাহটন্তু তীর্থ তীর্থেষু যথা মায়া বিলুপতে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গের স্তোত্র

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর দেহং, বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়ালেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
গদগদ-অন্তর-ভাব-বিকারং দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিলাসং।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
অরুণাম্বর-ধর-চারু কপোলং ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং।
জল্পিত-নিজ-গুণনাম-বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
বিগলিত নয়ন-কমল জলধারং ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং।
গতি-অতি-মন্থর নৃত্যবিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
চঞ্চল-চারুচরণ-গতি-রুচিরং মঞ্জীর-রঞ্জিত পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
ধৃত-কটি ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং দিব্য কলেবর-মণ্ডিত-মুণ্ডং॥
দুর্জ্জন-কল্মষ খণ্ডন দণ্ডং তং প্রণমাম চ শ্রীশচী- তনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ-অলকা-বলিতং কম্পিত-বিম্বাধরবর রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥

নিন্দিত- অরুণ-কমলা-দল-লোচনং আজানুলাম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্।
কলেবর কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দনা

জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি ॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব এক করি মান ॥
সত্য জ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হ'ন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে ॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥

গুরু পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে যাবে সকল যাতনা ॥
গুরু পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥
শ্রীগুরু চরণ-পদ্ম হৃদি করে আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস ॥

———

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী নন্দন পঁহু মঝু জয় বসু জাহ্নবী সেব ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখদ শান্তিপুর চন্দ।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দ-কন্দ ॥
জয় মালিনীপতি সদয় হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর-ভকত জয় পরম দয়াময় শিরে ধরি চরণ সভার ॥
ইহ সব ভুবনে প্রেমরস-সিঞ্চনে পূরল জগজন-আশ।
আপন করমদোষে ভোগ বঞ্চিত দুরমতি বৈষ্ণব দাস ॥

———

উত্থান আরতি

বিভাষ রাগ

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
ময়ূর-ময়ূরী-রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও হে গৌর গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করযোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও হে গৌর নিদ্রার আবেশে॥

———

রাই জাগ রাই জাগ শুক শারী বলে।
কত নিদ্রা যাও হে কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী-প্রভাত হৈল বলিছে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে ওহে শুক ডাক উচ্চৈঃস্বরে।
প্রবল পবন বহে কুঞ্জের ভিতরে॥
শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে ও শারিকে মোরা পোষা পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥

শারী বলে ওহে শুক কর বেদধ্বনি।
চমকি চমকি জাগে রাধা বিনোদিনী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ উদয় হৈল চল গৃহে যাই॥

——

শ্রীশ্রী:গৌরাঙ্গদেবের মঙ্গল আরতি

বিভাষ রাগ—তাল একতালা।

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

——

ভৈরবী রাগ—তালএকতালা।

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় সখীগণ দুহুঁ ভাবে ভোর॥
রতন দীপ করু ঝলমল থোড়ি।
ঝলকত মুখ-বিধু শ্যামের গোরী॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগলকিশোর॥
গাওত শুক পিকু নাচত ময়ুর।
চাঁদমুখ অনিমিখে নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র রব ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

———

ভৈরবী রাগ—তাল একতালা।

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুহুঁ কি।
শ্যাম গোরী ছবি উঠত ঝলকি॥
নবঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে।
তাহে মণি আভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লই দীপাবলী হেম থালি।
আরতি করতহি ললিতা আলি॥

সবহু সখিগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালি দেই, কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরি মনহি হরিষে।
তুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে॥
ইহ সুধা কহতহি বলদেব দাস।
তুঁহুরূপ মাধুরী হেরইতে আশ॥

———

ভৈরবী রাগ—তাল একতালা।

এ তুঁহু মঙ্গল আরতি কিজে।
মঙ্গল নয়ান নিরখি মুখ নিজে॥
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল।
মঙ্গল রাধা শ্রীমদনগোপাল॥
শ্যাম গোরী তুঁহ মঙ্গলরাশি।
মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি॥
মঙ্গল শঙ্খহি মঙ্গল নিশান।
সহচরিগণ করু মঙ্গল গান॥
মঙ্গল চামর মঙ্গল উগার।
মঙ্গল শব্দে করয়ে জয়কার॥
মঙ্গল মুখে কেহ কেহ বা বাখান।
কহ রাম রায় তুঁহি ভগবান॥

———

প্রাতঃকালীন গৌরাঙ্গ স্মরণ

ভৈরব রাগ—মণ্ডল তাল।

শোভরে নব শ্রীগৌরচন্দ্র নাগর বন-আরি।
নবদ্বীপ ইন্দু, করুণা সিন্ধু ভকত-বৎসলকারী॥
বদন চন্দ অধর রঙ্গ নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ।
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি মুখশোভা উজিয়ারী॥
কুসুমে শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশন মতিম অমিয়া হাস
দামিনী মনওয়ারী॥
মালা চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ।
চন্দন বলয়া রতন নূপুর যজ্ঞসূত্রধারী॥
মকর-কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তুভ দীপ্তকণ্ঠ।
অরুণ বসন করুণ নয়ন শোভা অতি ভারী॥
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকতবৃন্দ।
কমলা-সেবিত পাদপদ্ম বলি যাই বলিহারি॥
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ।
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ প্রেমদানকারী॥

———

রাগিণী ভৈরবী।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোঁহারি চরণ শরণ না লইনু আমি।
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি, খাইনু হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল বড়ই বিপদ হইল।
জনমে জনমে এমন কতেক আত্মঘাতী পাপ কইল॥
সেই অপরাধে এ ভব সংসারে বাঁধিলা এই মায়াজালে।
তোঁহা না ভজিয়া আপনা খাইয়া আপনি মজেছি হেলে॥
আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব ভোগ দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া, নিবেদিছি তোঁহা পায়॥
তোঁহারি স্মরণ অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল দাস গণনাতে লিখ॥

রাগিণী ভৈরবী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌরচন্দ্র॥
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দ।
জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র॥
জয় জয় রোহিণী নন্দন রসরাজ নিত্যানন্দ।
জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥

জয় শ্রীখণ্ড নরহরি মুরারী মুকুন্দ।
জয় স্বরূপ রূপ-সনাতন রায় রামানন্দ॥
জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে ন'চে রায় ভবানন্দ।
জয় কাশী-মিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র॥
জয় কানাই খুটিয়া শিখি মাহিতী গোপীনাথাচার্য্য।
জয় তিনপুত্র সঙ্গে নাচে যেন শিবানন্দ॥
জয় কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
জয় ছোট বড় হরিদাস জয় দাস গোবিন্দ॥
জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
জয় গিরিপুরী ভারতী আদি পুরী মাধবেন্দ্র॥
জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।
জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসুরামানন্দ॥
জয় বসুধা জাহ্নবী প্রাণ গঙ্গাবীরচন্দ্র।
জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ॥
জয় কালিদাস ও ঝড়ু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।
জয় রাঘব পণ্ডিত গঙ্গাধর দাস জয় ভাগবত আচার্য্য॥
জয় অভিরাম গৌরীদাস জয় নন্দন আচার্য্য।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিত॥
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় প্রাণ রামচন্দ্র।
জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রাধারমণ রাসবিহারী জয় নবদ্বীপচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীগুরুদেব জয়, জয় সাঙ্গপাঙ্গ॥

তোমরা সবে মিলে কৃপা কর আমি অতি মন্দ।
কপট খুটিনাটি ঘুচায়ে ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও গদাধর গৌরাঙ্গ।
শ্রীসংকীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ॥
যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।
গাই যেন হা নিতাই গৌরাঙ্গ, হা নিতাই গৌরাঙ্গ॥

মধ্যাহ্ন কালোচিত ভোজন আরতি

(আচার্য্য অদ্বৈতের গৃহে ভোজন)

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
নবদ্বীপ-বিহারী দীন দয়াময় হিতকারী॥ ধ্রু॥
শুন শুন শচীসুত কর অবধান।
ভোগের মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বসিতে আসন দিল রতন-আসন।
সুবাসিত জলে কৈলেন পাদ প্রক্ষালন॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
অদ্বৈত ঘরণী আর শান্তিপুর নারী।
হুলু হুলু দেয় সবে গোরামুখ হেরি॥
চোষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ রাখাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
শাক শুক্তা আদি নানা উপচার।
আনন্দে ভোজন করে শচীর কুমার॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচি পুরি।
আনন্দে ভোজন করে নদীয়া-বিহারী ॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তের শোধন ॥
বসিতে আসন দিল রত্ন-সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর আর ফুলের কেয়ারি।
ফুলের রত্ন-সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিল শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পদ-সংবাহন ॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মাঝে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে ভোজন

ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধরের প্রাণ আমার প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
শ্রীবাস চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মধ্যাহ্নসময়ে প্রভু তথায় আসিল ॥
শ্রীবাস গৃহিনী দিলেন বসিতে আসন।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে প্রভুর ধোয়াল চরণ ॥

এই নিবেদন দাসীর এই নিবেদন।
ভোগের মন্দিরে প্রভু করহ গমন॥
তবে মহাপ্রভু উঠি মন্দিরে চলিল।
ভক্ত-গোষ্ঠী-সঙ্গে প্রভু ভোজনে বসিল॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি॥
সম্মুখেতে অদ্বৈত বৈসে আনন্দে মগন।
যথাযোগ্য স্থানে বৈসে যত ভক্তগণ॥
সঘৃত শাল্যন্ন ব্যঞ্জন দিয়া সারি সারি॥
ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ছানা চিনি নানা উপচার।
আনন্দে ভোজন করে শচীর কুমার॥
শ্রীবাস গৃহিণী আর নবদ্বীপ নারী।
হুলুধ্বনি দেয় সবে গোরামুখ হেরি॥
নাহি জানি পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুঠি করহ ভোজন॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
পাত্র ভরিয়া দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্ত শোধন॥

আচমন করি প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
তাম্বুল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পদ সংবাহন ॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারি।
ফুলের রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥
ফুলের বিছানা আর ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

———

শ্রীরাধাকুণ্ডে ভোজনাদি বিহার

ওহে রাধাকুণ্ড তব কুণ্ড-নীর তীরে।
মদীশ্বরা মদীশ্বর সদাই বিহরে ॥
কুঞ্জে মধুপান করি বংশী চুরি করি।
তীরে হোলি খেলা খেলি জলে জলকেলি ॥
কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার।
তীরে থাকি সখীগণ বলে ভাল ভাল ॥

আর্দ্রবস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
ভোজন মন্দিরে দুঁহু করিল পয়ান ॥
ভোজন সমাপি দোঁহার নিভৃতে শয়ন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ-সংবাহন ॥
নিদ্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি।
বংশী বেশর পণ করি খেলে পাশাসারি ॥
রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন।
করতালি দিয়া বলে কি হবে এখন ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা ব্যগ্র হইয়া।
বংশী বেশর নিল মুখ চুম্বন করিয়া ॥
শুক বলে শ্যামের জয় দেখনা হে শারি।
শারী বলে রাইয়ের জয় দেখনা বিচারি ॥
সুবল বিশাখা দোঁহে মধ্যস্থ হইয়া।
বংশী বেশর দেওয়াওল বিচার করিয়া ॥
এই মত নিতি নিতি হয় রস খেলা।
সব্যা পদ্মা শুনি দুঃখ-সাগরে ভাসিলা ॥
কৃপা করি একবার করাও দরশন।
রঘুনাথ দাস করে কাকু নিবেদন ॥

———

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধ্যা-আরতি

রাগিণী গৌরী—তালকাটা ডাঁসপাহিড়া

হরত সকল, সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যমকাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপালকি ॥ ধ্রু ॥
গোঘৃত রচিত কর্পূরকি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন-থারকি।
সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি
নিরখত মদনগোপলকি ॥
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানুকোটি ছবি
মুখশোভা আভা নন্দলালকি।
ময়ুর মুকুট, পীতাম্বর শোহে
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি ॥
চরণ-কমল পর, নূপুর বাজত
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
বাজত বেণু রসালকি ॥
সুর নর মুনিগণ করতঁহি আরতি
ভকতবৎসল প্রতিপালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী
মোহন গোকুললালকি ॥



আরতি কিয়ে জয় মদন গোপালকি।
মদনগোপাল জয় জয় নন্দদুলালকি॥
নন্দদুলাল জয় জয় যশোদাদুলালকি।
যশোদাদুলাল জয় জয় রাধারমণলালকি॥
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলালকি।
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকি॥
রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দগোপালকি।
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গিরিধারীলালকি॥
গিরিধারীলাল জয় জয় গৌরগোপালকি।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলালকি॥
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়ালকি।
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়ালকি॥

———

শ্রীশ্রীযুগল আরতি

জয় জয় আরতি যুগল কিশোর।
প্যারি-জী শোভিত শ্যামকি কোর॥
জড়িত জলদজালে বিজুরি অচল।
দুঁহু রূপে দশদিশ বিভাসিত ভেল॥
রতন প্রদীপ জারি ললিতা পিয়ারী।
আরতি করতহি বদন নেহারি॥

সুমধুর বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
রবাব পিনাক বায় প্রেম অনুসঙ্গ॥
চৌদিকে নব নব ব্রজবালা মিলি।
মঙ্গল গাওয়ত দেই করতালি॥
বীণা মুরজ শঙ্খ কৈ কৈ বাওয়ে।
কৈ হুঁহুক মৃদু চামর ঢুলাওয়ে॥
মনোহর ধূপ-গন্ধে বনহি মাতায়।
মলয় পবন তহি মৃদু মৃদু বায়॥
শারি শুক পিক ডাকে মধুরস গুঞ্জে।
তরুলতা সুশোভিত ফলফুল কুঞ্জে॥
নিতি নিতি ঐছন আরতি-বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস॥

———

শ্রীরাধিকা জীউর সন্ধ্যারতি

বসন্ত গুর্জ্জরী রাগ

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঁও বলিহারি॥
পাট পট্টাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দুর যাই বলিহারী॥
বেশ বনায়ত প্রিয় সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥

(কিবা) রতনে জড়িত মণি-মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি ॥
চৌদিকে সখীগণ দেয় করতালি।
আরতি করতঁহি ললিতা পিয়ারী ॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥
রাধাপদ পঙ্কজ ভকতঁহি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা ॥

———

শ্রীমহাপ্রভুর আরতি

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনি ॥ ধ্রু ॥
(কিবা) শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকে করোযোড়ে করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-বিভোরে ॥

শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে ।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥
বীরবল্লভ দাস, গৌর-চরণে আশ ।
জগভরি রহিল মহিমা প্রকাশ ॥

গৌরী ।

সাঁঝ সময়ে, গৃহে আওত ব্রজসুত,
যশোমতী আনন্দ চিত ।
দীপহি জ্বালি থালিপর ধরলহি,
আরতি করত গাওত গীত ॥
ঝলকত ও মুখ চন্দ্র ।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল,
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্ধ ॥ ধ্রু ॥
তবল মৃদঙ্গ ঘণ্টা বাজায়ত
শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয়কার ।
বরষত কুসুম দেবগণ হরষিত,
আনন্দ জগজন, নগর বাজার ॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরছিত
বনি বনমাল আজানু বিরাজ ।
গোবিন্দ দাস কহে
অরূপ হেরইতে সংশয় যৌবন লাজ ॥

কল্যাণ।

মোহন ললিতা করত আরতি।
গুগ্‌গুল অগুরু ধূপ পরিপূরিত
সুললিত কর্পূরক বাতি॥ ধ্রু॥
শ্যাম গৌর, দু হু রূপ ঝলমল,
অধরে সুরঙ্গিম হাস।
নিরখিতে গোপ-গোপী, তনু পুলকিত,
জয় জয় ধ্বনি পরকাশ॥
কর-কমলোপরি ভ্রমই দীপাবলী,
দুঁহু মুখ সৌরভ শোভা।
কৃষ্ণদাস চিত, ভাওই অবিরত,
বরনি না পায়ই শোভা॥

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যারতি

বন্দনা।

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী।
বৃন্দে মহারাণী নমো নমঃ॥ ধ্রু॥
নমোরে নমোরে মাইয়া নমো নারায়ণী।
যাঁক দরশে পরশে অঘনাশই।
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি॥
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি॥

ধন্য তুলসীরাণী, পুণ্য তপ কিয়ে,
শালগ্রামকি মহা পাটরাণী।
ধুপ দীপ নৈবেদ্য আরতি,
ফুলেলা কিয়ে বরখা বরখাণি ॥
ছাপ্পান্ন ভোগ বত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু একু নাহি মানি।
শিব, শুক, নারদ আউর ব্রহ্মাদিকো,
ঢুঁড়তো ফিরতো মহামুনি জ্ঞানী ॥
চন্দ্রসখী ইয়া তেরি যশ গাওয়ে।
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী।

———

গুর্জ্জরী।

নমো নমঃ তুলসী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী।
রাধা-কৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস,
নয়ন ভরি হেরব সদা যুগল-রূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
কুঞ্জসেবা দিয়ে কর মোরে নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাস কয়, মোর যেন এই হয়,
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমে যেন সদা আমি ভাসি ॥

———

শ্রীগুরুর সন্ধ্যাবন্দনা

ওঁ জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির বরজ্ঞান
ভূচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দধাম।
অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পঁহু
যাচি দেওল হরিনাম॥
এ দুরমতি অগতি সতত অসতে মতি
নাহি সুকৃতি অবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
মোহে করল উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মনো-আশ।
তো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব-দাস॥

———

রাধা কৃষ্ণের বন্দনা

শ্রীরাধারমণ রমণীমনমোহন
বৃন্দাবন বন দেবা।
অভিনব রাম রসিকবর নাগর
নাগরিগণ কৃষ্ণ সেবা॥

ব্রজপতি দম্পতি হৃদয় আনন্দন
নন্দন নব ঘনশ্যাম।
শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর
রামানুজ সর্ব্ব গুণধাম॥
নন্দীশ্বর পুর পুরট পটাম্বর
চন্দ্রক চারু অবতংশ।
গোবর্ধন ধর ধরণী সুধাকর
মুখর মোহন বংশ॥
কালীয়দমন গমনজিত কুঞ্জর
কুঞ্জর-জিত র তরঙ্গ।
গোবিন্দদাস হৃদিমণি-মন্দিরে
অবিমল সুরভি ত্রিভঙ্গ॥

জয় জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র জয় জয় শ্রীরাধিকে,
জয় শ্রীরাধিকে জয় জয় শ্রীরাধিকে জয়।
জয় শ্রীরাধিকে জয়॥
জয় জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র জয় জয় শ্রীরাধিকে।
বৃন্দাবন নওল কুঞ্জ সেবিত ঋতু পুঞ্জ পুঞ্জ
মঞ্জুল অলি হংস ময়ূর কোকিল কল নাদিকে॥

বেদী রুচিল মণি বিচিত্র যমুনা-জল অতি পবিত্র
চিত্রি তিলক মন্দপ তরু কুসুম গন্ধাদিকে।
দোঁহার বদন অলি কেশর দোঁহার বদন রসে বিভোর
গাওতো সব সঙ্গিনী মিলি ললিতা বিশাখিকে॥
শ্যাম-মোহিনী চন্দ্রবদনী রূপ জিনি কোটি সৌদামিনী
শ্রীসনাতন হেরইতে মন কৃষ্ণপ্রাণ আহ্লাদকে॥

———

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীরাগ।

জয় শচীনন্দন, জগ-জীবন সার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥
আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈয়া।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম নিজ সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাহিয়া॥
ধরি রূপ হেম গৌর, পরিলা কৌপীন ডোর,
অরুণ-কিরণ বহির্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া অভিলাষ॥

অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল,
ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥
যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈল উপদেশে
ষড়ভুজ করিয়া প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয়
লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস॥

শুক-শারীর দ্বন্দ্ব

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

রাধে জয় জয়, বলিয়ে শারী, নিধুবন ভরি গাজে।
নীল ওড়নি, মুকুট টালনি রাকা শশধর বদন জিনি,
চরণে নূপুর মধুর মধুর, রুণু ঝুণু ঝুণু বাজে॥ ধ্রু॥
শারী বলে শুক তোমারে কই, রূপেতে কিশোরী হইল জই,
কানু-মনোহরা রাধিকা মূরতি,পরাভব নটরাজে।
আবীর কুঙ্কুম পাশা জলকেলি, সে সব সমরে তব বনমালী,
জিনিবারে নারে, রাই-পদ ধরি, সাধিয়াছে সখীমাঝে॥
মোদের কিশোরী, রাজার কুমারী, সব সখিগণ পুজে।
তোমার নাগর রাখাল খেয়াতি, সদা থাকে গোঠমাঝে॥
মৃগ পক্ষী আদি যত বৃক্ষলতা, নিজরূপ সম করিল শ্রীরাধা,
তোমার নাগর হইল গৌর, লুকাওল সখীমাঝে।

যেদিন শ্রীমতী করেছিল মান, দাসখত লেখি দিয়েছিল শ্যাম,
পীতবাস গলে, রাই-পদতলে, সেধেছিল কোন লাজে ॥
শুক কহে শারী কি কর দ্বন্দ্ব, দোঁহে সমগুণ কে কহে মন্দ,
জগদানন্দ পরমানন্দ, রসবতি রসরাজে ॥

প্রার্থনা কীর্ত্তন

রাগিণী গান্ধার—তাল সম।

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর ॥ ধ্রু ॥
যমুনা-পুলিনে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর'পর বসাব দু'জন ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ॥
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া-চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ ॥
মালতি ফুলের মালা গাঁথি দিব গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা-অভিলাষ ॥

———

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণান্তে গৃহে আগমন।

নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে।
গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে ॥
সংকীর্ত্তন কৈল প্রভু নগরে নগরে।
ধেয়ে গিয়া শচীমাতা গৌর কোলে করে ॥
নেতের অঞ্চল দিয়া অঙ্গধুলি ঝাড়ে।
কতশত চুম্ব দিলা মুখ-বিধুবরে ॥
নানাবিধ সেবা করি শ্রান্তি দূর করে।
মুখ পদ পাখালিয়া সুশীতল নীরে ॥
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতাল চীরে।
শচীমাতা আনি দিল ক্ষীর ননী সরে ॥
নরহরি যত্ন করি খাওয়ায় গোরারে।
মায়ের প্রীতিতে তখন গোরা ভোজন করে ॥
অবশেষ বাঁটি দিল সব পরিকরে।
অবশেষ পেয়ে সবে নাচে প্রাণভরে ॥

দধির পসরা ভঞ্জন।

সংকীর্ত্তন সমাপন করি গোরারায়।
আনাইল দধিভাণ্ড নিজ সম্প্রদায় ॥
চৌষট্টি মহান্ত আর যত ভক্তগণ।
আপনি দিলেন প্রভু মাল্য-চন্দন ॥

হেম পাত্রেতে প্রভু চন্দন লইয়া।
শ্রীরঘুনন্দন-ভালে দিলেন লেপিয়া ॥
দধিভাণ্ড হাতে লয়ে শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা দিল দধিভাণ্ড করহ ভঞ্জন ॥
মহাপ্রভু-আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন
কীর্ত্তন-মণ্ডলে ভাণ্ড করিল ভঞ্জন ॥
সবা গড়াগড়ি যায় তাহার উপরে।
শ্রীরঘুনাথ গায় হরিষ অন্তরে ॥

শ্রীনামপূর্ণ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরিগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর করুণার সিন্ধু।
ইহকালে প্রেমদাতা পরকালে বন্ধু ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
এই ছয় গোসাঞি প্রভু মোরে কর দয়া।
আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদছায়া॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন করে শ্রীনরোত্তম দাস॥

———

জয়ধ্বনি

গৌর হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল বল ভাই।
প্রেমসে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য
অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয়!
প্রেমদাতা পরম দয়াল পতিত পাবন নিতাই চাঁদকি জয়!
করুনা-সিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দকি জয়!
প্রেমদাতা পরম দয়াল পতিতপাবন
শ্রীগুরুরাধারমণকি জয়!

জয় গঙ্গামায়িকি জয়! জয় নবদ্বীপধাম কি জয়।
জয় চারি ধামকি জয়! জয় যমুনা মায়িকি জয়।
জয় বৃন্দাবন ধামকি জয়! জয় চারি সম্প্রদায়কি জয়।
জয় সাত আখড়াকি জয়।
জয় অনন্তকোটি শ্রীগুরুবৈষ্ণব গোসাঞি কি জয়!
জয় আপন আপন গুরুগোসাঞি কি জয়!
জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়!
জয় নিত্যানন্দ-প্রভু কি জয়!
জয় অদ্বৈত প্রভু কি জয়!
জয় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কি জয়।
জয় শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামীকি জয়!
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়।
জয় শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।

সমাপ্ত